গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর।
(এস, এ শাখা)
www.jessore.gov.bd

যশোর জেলার আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির অক্টোবর, ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার, জেলা প্রশাসক, যশোর।
স্থান: অমিত্রাক্ষর, জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ: ২২/১০/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।
সময়: ১১.৩০ ঘটিকা।

সভাপতি সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে যশোর জেলার আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অত:পর রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যশোর গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত পাঠ করে শোনান এবং গত মাসের কার্যবিবরণী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হাল নাগাদ তথ্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে অত্র সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩
১। বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন: বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কারও কোন আপত্তি আছে কি- না জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সদস্যগণ না-সূচক অভিমত ব্যক্ত করেন।	কোন সংশোধন বা সংযোজন ব্যতীত বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	সদস্য (সকল)
২। শিক্ষা সংক্রান্ত: অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জানান যে, যশোর জেলার সকল আশ্রয়ণ ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) তে শিশু শিক্ষার হার ১০০%। সভাপতি শিশু শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার মাসিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং শিশু শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার হার ১০০% হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ হার অব্যাহত রাখার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর থাকার জন্য অনুরোধ জনানো হয়।	১) আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ওগুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার হার ১০০% বজায় রাখতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট)। ২।জেলা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সংশ্লিষ্ট), যশোর। ৩। সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, যশোর।
৩। পরিদর্শন সংক্রান্ত: আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন পূর্বক রিপোর্ট দাখিলের জন্য এবং ঐ সমস্ত প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য এবং ভূমিহীন পরিবারদের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করার জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ জানান। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, শিক্ষা, সমবায়, সমাজসেবা এবং মৎস্য কর্মকর্তাদের আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন জোরদার করণসহ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে মাসিক সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভাপতি জানান যে, বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর অঞ্চলে মানুষের আবাসন সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সংকট নিরসনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মানুষের মাঝে উৎসাহ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ, যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার কাজ করতে হবে। তিনি আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যশোরকে অনুরোধ করেন।	১) প্রতি আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শন করে উপজেলা হতে প্রতিমাসে পরিদর্শন রিপোর্ট এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পসমূহে বসবাসরত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)। ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল)। ৩। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, অধিদপ্তর, যশোর। ৪। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, যশোর। ৫। জেলা সমবায় কর্মকর্তা,যশোর। ৬। উপ-পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, যশোর। ৭। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যশোর।

চলমান পাতা-২

৪। আশ্রয়ন প্রকল্পে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য: যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ০৭ (সাত) টি আশ্রয়ণ প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে (১) যশোর সদর উপজেলার শংকরপুর (২) বাঘারপাড়া উপজেলার করিমপুর ও ইন্দ্রা (৩) মনিরামপুর উপজেলার হায়াতপুর এই ০৪ (চার) টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ ও আদায়ের হার সন্তোষজনক। তবে (১) যশোর সদর উপজেলার সতীঘাটা (৮৬.৯০%) (২) কেশবপুর উপজেলার আগরগাটি (৭০.৫৬%)ও এই ০২ (দুই) টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক নয়।	১। ঋণ গ্রহীতাগণ যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছেন সেই কাজে নিয়মিতভাবে ঋণের অর্থ ব্যবহার করে যাতে ঋণের কিস্তি যথাযথভাবে পরিশোধ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। ২। যে সকল আশ্রয়ণ প্রকল্পে আদায়ের হার সন্তোষজনক নয়, সে সকল প্রকল্পে আদায়ের হার আগামী সভার পূর্বে সন্তোষ জনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ২। জেলা সমাবায় অফিসার, যশোর। ৩। উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর যশোর।
৫। আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)ঋণ সংক্রান্ত তথ্য: যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় মোট ১৭ (সতের) টি আশ্রয়ণ প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে বাঘারপাড়া উপজেলার (১) চিত্রা, (২) গোধুলী ও (৩) পূর্বাশা, চৌগাছা উপজেলার (৪) হাজিপুর ও (৫) শাহাজাদপুর, ঝিকরগাছা উপজেলার (৬) কপোতাক্ষ-১, (৭) কপোতাক্ষ-২ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক তবে যশোর সদর উপজেলার ১। কৃষ্ণবাটি (৯৮%), (২) অভয়নগর উপজেলার ইছামতি (৮৬%) (৩) মনিরামপুর উপজেলার ঝাঁপা (৮২%), কপালিয়া (৭৮%) গোবিন্দপুর (৮৪%), কেশবপুর উপজেলার ৬। সন্যাসগাছা (৭৮%), (৭) আলতাপোল (৭৩%), চৌগাছা উপজেলার (৮) পেটভরা (৮৭%) (৯) হায়াতপুর (৯০%) শার্শা উপজেলার (১০) গিলাপোল (৮৬%) আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) ঋণ অদায়ের হার সন্তোষজনক নয়।	১। যে সকল আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) প্রকল্পে আদায়ের হার সন্তোষজনক নয়, সে সকল প্রকল্পে আদায়ের হার আগামী সভার পূর্বে সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ২। জেলা সমবায় অফিসার, যশোর। ৩। উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, যশোর।
৬।পরিবার পরিকল্পনা:- সভায় আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/গুচ্ছগ্রাম ও আদর্শগ্রাম প্রকল্পে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরন এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের অগ্রগতির বিষয় এবং পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জানান যে, জেলার বাস্তবায়িত ১৪টি আশ্রয়ণ প্রকল্পে সক্ষম দম্পত্তির সংখ্যা ২৪৭ জন। তন্মধ্যে ৪৭ জন স্থায়ী, ১৭০ জন অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, ৩০ জন এখনও কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার ৮৭.৮৫%। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ১৪৯ জন সক্ষম দম্পত্তির মধ্যে ২৩ জন স্থায়ী ও ১১৪ জন অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং ১২ জন এখনও কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার ৯১.৯৫%। মন্ডলগাতী আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে ৯৭ জন সক্ষম দম্পত্তির মধ্যে ৩১ জন স্থায়ী, ও ৬২ জন অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার ৯৫.৮৮ %। সভাপতি আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে পদ্ধতি গ্রহণের এধারা অব্যাহত রাখাসহ প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনসহ লক্ষ্য মাত্রা ১০০% ভাগ উন্নীত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, যশোরকে অনুরোধ জানান।	১। সক্ষম দম্পত্তিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের হার ১০০% এ উন্নীত করতে হবে এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে।	১। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, যশোর।
৭। (ক) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা যশোর জানান যে, যশোর জেলার মোট ১৩ (তের) টি আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) ১৯,৮০০টি বিভিন্ন প্রজাতির পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে। আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের যে সকল পুকুরে এসকল পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো নিয়মিত পরিচর্যা করে উপকার ভোগীরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে। সভাপতি মৎস্য বিভাগের মাঠ কর্মীদের দিয়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন ও মৎস্য চাষ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা মৎস্য অফিসার, যশোরকে অনুরোধ করেন। এছাড়া, জেলা মৎস্য অফিসার সভায় সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুকুর খনন করার জন্য তাদের বাজেট আছে।	(ক) আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে মৎস্য চাষ ও পশু পালনের কার্যক্রম সরেজমিন নিয়মিত তদারকি জোরদার করতে হবে। (খ) আশ্রয়ণ প্রকল্পে কোন পুকুর খনন করা প্রয়োজন হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।	১। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর। ২। জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, যশোর। ৩। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, যশোর। ৪। সিভিল সার্জন, যশোর। ১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) যশোর।

(খ) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য: উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জানান যে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। আশ্রয়ণও আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) পুনর্বাসিত সদস্যদের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিভিল সার্জন, যশোরকে অনুরোধ করা হয়। আশ্রয়ণ প্রকল্পের সিদ্ধান্ত অনুসারে আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহের নষ্ট হওয়া নলকূল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মেরামতের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।	(খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পুষ্টিদান কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ও নষ্ট হওয়া নলকূপ মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১।সিভিল সার্জন, যশোর। ২।নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যশোর।
৮।আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) সভা অনুষ্ঠান: প্রতিটি উপজেলায় প্রতিমাসে আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) সংক্রান্ত মাসিক সভা করে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ জরাজীর্ন ব্যারাক থাকলে তা আশ্রয়ন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত নির্দেশনার আলোকে নতুনভাবে নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে ।	প্রতিটি উপজেলায় প্রতি মাসে আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) সংক্রান্ত নিয়মিত সভা করে আশ্রয়ণ প্রকল্প/ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর সভার কার্যবিবরণী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ জরাজীর্ন ব্যারাক থাকলে তা নতুনভাবে নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে ।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), যশোর।

৯। মুজিব বর্ষের ঘর নির্মাণ সংক্রান্ত:

উপজেলার নাম	ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা	বরাদ্দ প্রাপ্ত ঘরের সংখ্যা	উদ্বোধন হয়েছে এমন গৃহের সংখ্যা	নির্মাণ কাজ চলমান	অবশিষ্ট ভুমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা	মন্তব্য
সদর	৬৫৪	৬৫৪	৬৫৪	০০	০০	ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনা করা হয়েছে ।
বাঘারপাড়া	১৩৮	১৩৮	১৩৮	০০	০০	২২.০৩.২০২৩ তারিখে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনা হয়েছে
অভয়নগর	১৫১	১৫১	১২৬	২৫	০০	
মনিরামপুর	৬০০	৫১২	৪৫৪	৫৮	৮৮	
কেশবপুর	২২৯	২২৯	২২৯	০০	০০	২২.০৩.২০২৩ তারিখে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনা হয়েছে
ঝিকরগাছা	৩০৭	৩০৭	২৬৬	৪১	০০	
চৌগাছা	১৬৩	১৬৩	১৫১	১২	০০	
শার্শা	২৬৪	২৬৪	২৬৪	০০	০০	২২.০৩.২০২৩ তারিখে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনা হয়েছে
মোট	২৫০৬	২৪১৮	২২৮২	১৩৬	৮৮	

মনিরামপুর উপজেলার অবশিষ্ট গৃহ নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত স্থানে মাটি ভরাটের নিমিত্ত খাদ্যশষ্য বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত খাদ্যশষ্য যথাযথভাবে ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাটিভরাট সম্পন্ন করে অবশিষ্ট ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ঘরের চাবি প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনিরামপুর এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। আশ্রয়ণ প্রকল্প পুরাতন জরাজীর্ণ সিআইসিট ব্যারাকে স্থলে সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৯/০৬/২০২৩ তারিখের ৮৬৫ নং স্মারকের নির্দেশনার আলোকে যশোর জেলাধীন মনিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া, শার্শা, চৌগাছা উপজেলা থেকে পুরাতন জরাজীর্ণ সিআইসিট ব্যরাকের স্থলে সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণের বিষয়ে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নক্ত:

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	প্রকল্পের নাম ও নির্মাণ সাল	ব্যরাকে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা	একক গৃহ নির্মাণের প্রস্তাবের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	মনিরামপুর	গোবিন্দপুর আশ্রয়ণ নির্মাণ সাল ২০০৭	৪০	৪০	
০২	কেশবপুর	আলতাপোল আশ্রয়ণ নির্মাণ সাল ২০০১	৮০	৮০	
০৩	বাঘারপাড়া	করিমপুর আশ্রয়ণ ১৯৯৮-৯৯ সাল	২০	২০	
		ইন্দ্র আশ্রয়ণ, ২০০৮ সাল	২০	২০	
		চিত্রা আশ্রয়ণ, ২০০৬	২০	২০	
		ভৈরব আশ্রয়ণ, ২০১৩	৩০	৩০	
০৪	চৌগাছা	হাজীপুর আশ্রয়ণ, ২০০৬	৪৫	৪৫	
		শাহজাদপুর আবাসন প্রকল্প, ২০০৬	২৮	২৮	
০৫	শার্শা	গিলাপোল আশ্রয়ণ, ২০০৫	৫০	৫০	
		মোট =	৩৩৩	৩৩৩	

সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনিরামপুর জানান যে, মনিরামপুর উপজেলার গোবিন্দপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সিআইসিট ব্যরাক জরাজীর্ণ হওয়ায় উক্ত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। সিআইসিট ব্যরাকের স্থলে নতুন একক গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর জানান যে, কেশবপুর উপজেলার আলতাপোল আশ্রয়ণ প্রকল্পের সিআইসিট ব্যরাক জরাজীর্ণ হওয়ায় উক্ত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। সিআইসিট ব্যরাকের স্থলে নতুন একক গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঘারপাড়া জানান যে, বাঘারপাড়া উপজেলায় করিমপুর, ইন্দ্র, চিত্রা, ভৈরব আশ্রয়ণ প্রকল্পের সিআইসিট ব্যরাক জরাজীর্ণ হওয়ায় উক্ত স্থানগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। সিআইসিট ব্যরাকের স্থলে নতুন একক গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জানান যে, চৌগাছা, উপজেলায় হাজীপুর ও শাহজাদপুর আশ্রয়ণ প্রকল্পের সিআইসিট ব্যরাক জরাজীর্ণ হওয়ায় উক্ত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। সিআইসিট ব্যরাকের স্থলে নতুন একক গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা জানান যে, শার্শা উপজেলায় গিলাপোল আশ্রয়ণ প্রকল্পের সিআইসিট ব্যরাক জরাজীর্ণ হওয়ায় উক্ত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। সিআইসিট ব্যরাকের স্থলে নতুন একক গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

জরাজীর্ণ সিআইসিট ব্যরাকের স্থলে নতুন একক গৃহ নির্মাণ, যশোর জেলাধীন মনিরামপুর, কেশবপুর, বাঘারপাড়া, শার্শা ও চৌগাছা উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বরাবর বরাদ্দের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক গত ১৯/০৯/২০২৩ তারিখের ১৭১৮ নং স্মারকে প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বরাবর মোট ৩৩৩টি একক ঘরের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১০.১০.২০২৩

মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার
জেলা প্রশাসক
যশোর
ও
সভাপতি
জেলা আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)
বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৪.৪১০০.০৫.০২.০০১.২০২৩ - ১৭৩৯ (৮)

তারিখ: ৩১ / ১০ /২০২৩খ্রি:।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৪। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। অধিনায়ক,৫৫ পদাতিক ডিভিশন, যশোর সেনানিবাস, যশোর।
৬। পুলিশ সুপার, যশোর।
৭। সিভিল সার্জন, যশোর।
৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল), যশোর।

৩০/১০/২০২৩

তুষার কুমার পাল
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
যশোর।
ফোন নং-০২৪৭৭৭৬২৬৫৬

২২/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত জেলা আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের হাজিরা । (পরিশিষ্ট-ক (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে নহে)

ক্রমিক নং-	কর্মকর্তার নাম ও পদবী
১।	জনাব তুষার কুমার পাল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), যশোর।
২।	জনাব অনুপ দাশ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৩।	জনাব মো: মহাবুবুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিকরগাছা, যশোর।
৪।	জনাব ইরুফা সুলতানা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চৌগাছা, যশোর
৫।	জনাব নারায়ন চন্দ্র পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা, যশোর
৬।	জনাব হোসনে আরা তান্নি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাঘারপাড়া, যশোর।
৭।	জনাব এম, এম, আরাফাত হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর।
৮।	জনাব কে এম আবু নওশাদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অভয়নগর, যশোর।
৯।	জনাব মো: জাকির হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মনিরামপুর, যশোর।
১০।	জনাব সৈয়দা তামান্ন হোরায়রা, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যশোর।
১১।	জনাব ফারজানা ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি), শার্শা, যশোর।
১২।	জনাব গুন্জন বিশ্বাস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), চৌগাছা, যশোর।
১৩।	জনাব মো: আলী হাসান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), মনিরামপুর, যশোর।
১৪।	জনাব থান্দার কামরুজ্জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), অভয়গনা, যশোর।
১৫।	জনাব তামান্না ফেরদৌস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), বাঘারপাড়া, যশোর।
১৬।	জনাব কে এম মামুনুর রশিদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ঝিকরগাছা, যশোর।
১৭।	জনাব মো: মাহমুদুল হাসান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর, যশোর।
১৮।	জনাব মো: আরিফুজ্জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কেশবপুর, যশোর।
১৫।	জনাব মো: উবায়দুজ্জামান, জেলা সমবায় অফিসার, জেলা সমবায় দপ্তর, যশোর।
১৬।	জনাব অমিতা মন্ডল, সহকারী বন সংরক্ষক, যশোর
১৭।	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যশোর।
১৮।	উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, যশোর।

অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা:-পরিশিষ্ট-খ

ক্রমিক নং-	কর্মকর্তার নাম ও পদবী
১।	সিভিল সার্জন, যশোর।
২।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এল,জি,ই,ডি, যশোর।
৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, যশোর।
৪।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, যশোর।
৫।	অধিনায়ক, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন, যশোর সেনানিবাস, যশোর।
৬।	জেলা আনসার এ্যাডজুটেন্ড, যশোর।
৭।	উপ-পরিচালক, বি,আর,ডি,বি, যশোর।
৮।	জেলা ত্রান ওপূর্ণবাসন কর্মকর্তা, যশোর।
৯।	জেলা রেজিষ্ট্রার, যশোর।
১০।	পরিচালক, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, যশোর-১, তপস্বীডাঙ্গা, যশোর।